জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – জুন/০২

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* পরমাণু সন্ত্রাস দমনে নতুন চুক্তিকে বান কি-মুন স্বাগত জানিয়েছেন
* বাংলাদেশের ভয়াবহ ভুমিধসে প্রাণহানির সংবাদে বান কি মুন ‘গভীরভাবে মর্মাহত’
* শ্রীলংকা: জাতিসংঘ এবং এর সহযোগীরা রাজধানী থেকে তামিল উচ্ছেদের নিন্দা জানায়
* বিশ্বের ধনী দেশগুলোর জলবায়ু সংক্রান্ত চুক্তিকে স্বাগত জানান বান কি-মুন
* জলবায়ু পরিবর্তন “আমাদের যুগকে সংজ্ঞায়িত করবে”- বান কি-মুনের অভিমত

পরমাণু সন্ত্রাস দমনে নতুন চুক্তিকে বান কি-মুন স্বাগত জানিয়েছেন

১৩ জুন-পরমাণু সন্ত্রাস প্রতিরোধ, অপরাধীকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নতুন আন্তর্জাতিক চুক্তির সূচনাকে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন স্বাগত জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ ২২তম দেশ হিসেবে পরমাণু সন্ত্রাস বন্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিটি অনুমোদনের পর বান কি-মুনের মুখপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে একথা বলা হয়। বাংলাদেশ অনুমোদন করায় ৭ জুলাই থেকে চুক্তিটি কার্যকর হবে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ চুক্তিটি প্রণয়নের প্রায় দুই বছর পর চুক্তিটি কার্যকর হতে যাচ্ছে।

বান কি-মুনের মুখপাত্র জানান, তিনি ইতিমধ্যেই যেসব দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেননা তাদের এ প্রচেষ্টার ফলেই চুক্তিটি এত দ্রুত কার্যকর হচ্ছে।

পরমাণু সন্ত্রাসকে আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের একটি আক্রমণই ব্যাপক প্রাণহানি আর চরম দুর্ভোগ বয়ে আনতে পারে এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এই পৃথিবীকে চিরতরে বদলে দিতে পারে।

এই ধরনের সম্ভাবনার কারণে আমাদের সবারই উচিত এ ধরনের বিপর্যয়কে রোধ করা।

তিনি বলেন, নতুন চুক্তিটি কেবল সন্ত্রাসীদের মানুষের নিকট সবচেয়ে ভয়াবহ অস্ত্রটি লাভ করা থেকেই বিরত করবে না। বরং এটি হবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ১৩তম আন্তর্জাতিক চুক্তি যা এ হুমকির বিরুদ্ধে বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করবে। এ চুক্তি রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতাকেও জোরদার করবে, যা সন্ত্রাস মোকাবেলার প্রধান বিষয়।

মহাসচিব ‘অনতিবিলম্বে’-এ চুক্তি অনুমোদনের জন্য সকল রাষ্ট্রের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, গত সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস-দমন কৌশল প্রণয়ন করে এবং সেখানেও সন্ত্রাস দমন চুক্তিগুলোকে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃতি দানের আহবান জানানো হয়।

রাশিয়া এ চুক্তির প্রস্তাব করে এবং ১৩ এপ্রিল ২০০৫ সালে চুক্তিটি গৃহীত হয়। এতে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব পরমাণু সন্ত্রাসবাদকে আইন বহির্ভূত কাজ বলে উল্লেখ করা হয়। পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র এবং পারমানবিক চুলি-সহ বেশ কিছু লক্ষ্যের প্রতি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এ ধরনের অপরাধ সংগঠনের হুমকি দিলে এবং সংগঠনের চেষ্টা করলেও এটি প্রযোজ্য হবে।

১১৫টি দেশ এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এটি তথ্যের আদান-প্রদান এবং তদন্ত ও প্রত্যার্পন বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার কথাও বলে।

বাংলাদেশের ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণহানির সংবাদে বান কি মুন ‘গভীরভাবে মর্মাহত’

১২ জুন- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী চট্টগ্রামে ভূমিধস ও বন্যায় ১০০ জনের বেশি নিহত এবং আরো ১০০ জনের বেশি মানুষ আহত হওয়ায় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হওয়ায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন।

বান কি-মুনের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি এ বিপর্যয়ে যারা নিহত বা আহত হয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনীয় যে কোন ধরনের সাহায্য প্রদানে জাতিসংঘ প্রস্তুত রয়েছে।

বাংলাদেশে মা ও নব জাতক শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও জীবন রক্ষায় পাঁচ-বছর মেয়াদী এক গুরুত্বপুর্ণ উদ্যোগের বাস্তবায়নে সহায়তা দেবে জাতিসংঘের তিন সংস্থা।

যুক্তরাজ্য ও ইউরোপিয়ান কমিশন এ কর্মসুচির জন্য ৩ কোটি ১২ লক্ষ ডলার তহবিল প্রদান করছে। এ কর্মসুচির উদ্দেশ্য হল মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) আগামী মাস থেকে এ কর্মসুচি চালু করবে।

যেহেতু অনেক বাংলাদেশি মহিলাই সন্তান জন্মদানের সময় দক্ষ ধাত্রী বা জীবন রক্ষাকারী জরুরি সেবা লাভের সুযোগ পান না, তাই দক্ষিণ এশিয়ার এ দরিদ্র দেশটিতে মাতৃ ও নবজাতক শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি প্রতি হাজারে ৩২০ জন মা এবং প্রতি লক্ষে ৪,১০০ জন নবজাতক শিশু মারা যায়।

দেশটির স্বাস্থ্য নীতি এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) ৪ ও ৫ অর্জনের প্রচেষ্টা হিসেবে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। শিশু মৃত্যুহার হ্রাস এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য এ প্রকল্প গৃহীত হয়। এ প্রকল্পে কম্যুনিটি স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়ন এবং দরিদ্র ও বঞ্চিতদের ওপর বিশেষ নজর দিয়ে গণ স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নাধিকালে মাতৃমৃত্যুর হার ১৫ শতাংশে এবং নজজাতক শিশুর মৃত্যুহার ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনার এবং ৮৮৫ জন মা এবং ২৪,০০০ জন নবজাতক শিশুর জীবন রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রথমে ৪টি জেলায় প্রকল্পটি চালু করা হবে এবং ধীরে ধীরে ২০টি জেলাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় গর্ভকালীন সেবা গ্রহণে বিলম্বের কারণগুলোকে অভিনব পন্থায় মোকাবেলা করা হবে। গর্ভকালীন সেবা গ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় অনেক সময় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দরিদ্র পরিবারের জন্য ‘ভাউচার কর্মসুচি’।

শ্রীলংকা: জাতিসংঘ এবং এর সহযোগীরা রাজধানী থেকে তামিল উচ্ছেদের নিন্দা জানায়

১১ জুন- শ্রীলংকায় মানবিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী জাতিসংঘ সংস্থা ও এর সহযোগীরা দেশটির রাজধানী কলম্বো থেকে তামিল অধিবাসীদের জোরপুর্বক সরিয়ে দেওয়ার নিন্দা জানিয়েছে।

গতকাল প্রকাশিত এক বিবৃতিতে শ্রীলংকায় আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি (আই.এ.এস.সি.) দল বলে, যেভাবে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে তাতে তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

বিবৃতিতে বলা হয়, শ্রীলংকার সংবিধানে চলাচলের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি নাগরিকের তাদের বসবাসের স্থান পছন্দের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, মৌলিক স্বাধীনতা নিরাপত্তার এবং দেশটির ভেতর চলাফেরার স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

জাতিসংঘের ২৪টি অঙ্গসংগঠন, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত আইএএমসি বলেছে, সর্বোচ্চ আদালত উচ্ছেদ বন্ধের যে সাময়িক আদেশ মঞ্জুর করেছে তাকে তারা স্বাগত জানায়।

কমিটি আশা করে শ্রীলংকার সরকার সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলবে। এইসব আইনগত বাধ্যবাধকতা যাতে মেনে চলা হয় সেজন্য আইএএমসি সর্বোচ্চ দৃঢ় ভাষায় আবেদন করছে। দক্ষিণ

ঐ বছর সরকারি বাহিনী এবং বিদ্রোহী তামিল টাইগারদের মধ্যকার সংঘাতের কারণে অবনতিশীল পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটিতে কর্মরত জাতিসংঘ ও এর ত্রাণ সহযোগীরা ক্রমাগত উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

সম্প্রতি শ্রীলংকার রেডক্রসের দু'জন কর্মী খুন হওয়ায় গত সপ্তাহে আইএএমসি মহাসচিব বান কি-মুন এবং দু'জন স্বাধীন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ নিন্দা জানায়।

বিশ্বের ধনী দেশগুলোর জলবায়ু সংক্রান্ত চুক্তিকে স্বাগত জানান বান কি-মুন

৭ জুন-কার্যকরভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যাকে মোকাবেলা করার এবং জাতিসংঘের আওতায় এ সংক্রান্ত আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর "জি-এইট" গোষ্ঠী যে চুক্তিতে উপনীত হয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়েছে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন।

বান কি-মুনের মুখপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জনাব বান বলেন, জি-এইট নেতৃবৃন্দ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য আগেভাগেই দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে একমত হওয়ায় তিনি একে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানান।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, জাপান, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা নেতৃবৃন্দ জার্মানির হেলিগ্যান জামে তিন দিনের শীর্ষ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার মোকাবেলার জন্য "পর্যাপ্ত পরিমাণ" কার্বন নির্গমন হ্রাসের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন।

এ সপ্তাহের গোড়ার দিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে বান কি-মুন বলেন, গ্রীণ হাউস গ্যাসের নির্গমন হ্রাসে এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ যোগাতে বিশেষভাবে উন্নত দেশগুলো অবদান রাখতে পারে।

আজকের চুক্তির পর দেওয়া বিবৃতিতে তিনি বলেন, গ্রীন হাউস গ্যাসের নির্গমন হ্রাস এবং পরবর্তী ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার বিষয়ে নেতৃবৃন্দ যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনার ফোরাম হিসেবে জাতিসংঘ ও এর জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি কাঠামোর (এইএনএফসিসিসি) কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে যাতে জি-এইট নেতৃবৃন্দ স্বীকার করে নেন সেজন্য মহাসচিব জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালান।

জার্মানিতে পৌঁছার পূর্বে মাদ্রিদে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, একমাত্র আন্তর্জাতিক ফোরাম হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার মোকাবেলার জন্য সর্বসাধারণের স্বার্থে পদক্ষেপ গ্রহণে জাতিসংঘ অনন্য অবস্থানে রয়েছে।

এইট নেতৃবৃন্দ ২০০৯ সালের মধ্যে কিয়োটো চুক্তির বিকল্প নিয়ে আলোচনা সমাপ্ত করার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে বান কি-মুন তাকে স্বাগত জানিয়েছে। ২০১২ সালের মধ্যে গ্রীণ হাউস গ্যাসের নির্গমন নির্দিষ্ট মাত্রায় হ্রাসের জন্য কিয়োটো চুক্তিতে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন "আমাদের যুগকে সংজ্ঞায়িত করবে"- বান কি-মুনের অভিমত

৮ জুন- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন জলবায়ু পরিবর্তনকে আমাদের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উলে-খ করে বিশ্বের ধনী দেশগুলো যে চুক্তিতে পৌঁছেছে তাকে এ হুমকির মোকাবলায় "গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ" হিসেবে স্বাগত জানিয়েছে।

জার্মানির হেলিগ্যান জামে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদানকালে জনাব বান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনই আমার এখানে আসার প্রধান কারণ। এখানেই শিল্পোন্নত জাতিগুলোর গোষ্ঠীর "জি-এইট" নেতৃবৃন্দ এ সপ্তাহে তাদের বাৎসরিক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন।

মহাসচিব বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার মোকাবেলায় আগেভাগেই দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জাতিসংঘের আওতায় এ সংক্রান্ত আলোচনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে জি-এইট নেতৃবৃন্দের ঐক্যমত কেবল প্রথম পদক্ষেপ শুরু মাত্র, শেষ নয়।

জনাব বান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে রাষ্ট্রসমুহকে সাহায্য করতে এবং উলে-খযোগ্য মাত্রায় গ্রীণ হাউস গ্যাস হ্রাসের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা। তিনি আরো বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই জি-এইট দেশগুলোর নেতৃত্ব আমাদের প্রয়োজন।

এ বিষয়ে আরো আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করতে জনাব বান ঘোষণা করেন তিনি ২৪ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে এক বিশেষ উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক আহবান করবেন। রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের এ বছরের বাৎসরিক বিতর্কের সুচনার ঠিক আগে তিনি এ বৈঠকের আয়োজন করছেন।

২০০৯ সালের মধ্যে কিয়োটো প্রটোকলের স্থলে আরেকটি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত করার ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তির নির্বাহী সচিব ইভো ডি বয়ার তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, এ বছর ডিসেম্বরে বালিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে একটি সামগ্রিক নমনীয় এবং ন্যায্য চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

জনাব ডি বয়ের আরো বলেন, ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালা কিভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সতেজ করতে পারে এবং বিভিন্ন জাতি বিশেষত সবচেয়ে বিপন্ন জাতিগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করতে পারে সে সম্পর্কে আলোচ্যসুচি এখনই নির্ধারণ করতে হবে।

** ** **